তারিখ ... 12 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

যায়যায়দিন

ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে এবার ঢাবির ৪ শিক্ষক লাঞ্ছিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চার শিক্ষককে মঙ্গলবার লাঞ্ছিত করেছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। শিক্ষকরা হলেন আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, একই বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম ও এহসানুল হক। ছাত্রলীগ কর্মীদের বাধা দিতে গেলে বিভাগের সাত শিক্ষার্থীও এ সময় লাঞ্ছনার শিকার হয়।

জানা যায়, ২৫ এপ্রিল আরবি বিভাগের ছাত্রলীগ সমর্থিত কিছু শিক্ষার্থী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী ও ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের অপসারণ চেয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেয়। এ দুই শিক্ষক বিএনপি-জামায়াত সমর্থক বলে ওই শিক্ষার্থীরা দাবি করে। এ দুজনের স্থলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষকদের চায় তারা। কিন্তু উপাচার্য এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় সূর্য সেন হলের ছাত্রলীগ ক্যাডার বাতেন, টগর ও মুহিবের নেতৃত্বে সংগঠনের ২০-২৫ কর্মী গতকাল চেয়ারম্যানের কক্ষসহ আরবি বিভাগের সব কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম ও এহসানুল হক এ সময় ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাদের কক্ষেও তালা লাগাতে গেলে শিক্ষকরা তাতে বাধা দেন। এতে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই দুই শিক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে এবং ধাক্কা দিয়ে

লাঞ্ছিত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

লাঞ্ছিত : শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্লাস থেকে বের করে দেয়। এ সময় বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও বিভাগের ছাত্ররা এগিয়ে এলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদেরও লাঞ্ছিত করে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানায়।

হামলায় অংশ নেয়া এক ছাত্রলীগকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে যায়যায়দিনকে বলেন, বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা ছাত্রলীগ করায় পরীক্ষায় তাদের নাম্বার কম দেন। এ কারণেই তারা চেয়ারম্যান ও ছাত্র উপদেষ্টার অপসারণ চায়। এরপরও যদি তাদের অপসারণ করা না হয়, তাহলে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের পদত্যাগে বাধ্য করা হবে বলে ছাত্রলীগের ওই কর্মী জানায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিভাগের কয়েক শিক্ষার্থী জানায়, আওয়ামী লীগ সমর্থিত দুই শিক্ষকের উস্কানিতে ছাত্রলীগের কিছু কর্মী এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

অধ্যাপক ড. এ বি সিদ্দিকুর রহমান নিজামী বলেন, যেসব অভিযোগে ছেলেরা আন্দোলন করছে তার কোনোটিই সঠিক নয়। তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগের মাধ্যমে মাঠ গরম করার চেষ্টা করছে। আমি ও আমার বিভাগের শিক্ষকদের বিষয়ে তাদের কোনো অভিযোগ থাকলে তারা তা আমাকে বলতে পারে।

আরবি বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীরা যেসব দাবি নিয়ে পদত্যাগের কথা বলছে তা একেবারেই অযৌক্তিক। রাজনৈতিক কারণে পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, ছাত্ররা উপাচার্য বরাবর যে স্মারকলিপি দিয়েছিল তার মেয়াদ গতকাল শেষ হয়েছে। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় তারা বিক্ষোভ করেছে। তবে তালা ঝুলানো ঠিক হয়নি। তিনি আরো বলেন, উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।